২১ আগস্ট, ২০২৫

বিশুদ্ধ পানির অভাবে জনস্বাস্থ্য হুমকিতে: ভয়াবহ রোগের ঝুঁকি বাড়ছে

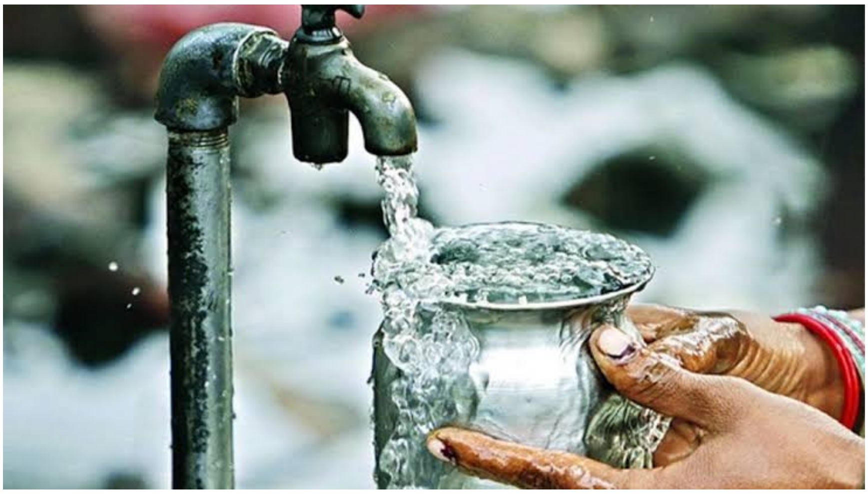

সংগৃহীত ছবি

পানি ছাড়া জীবন কল্পনা করা যায় না। কিন্তু সেই পানিই যদি হয় দূষিত, তবে তা হয়ে উঠতে পারে প্রাণঘাতী। দেশে বিশুদ্ধ পানির অভাব ক্রমেই জনস্বাস্থ্য সংকট তৈরি করছে। কলেরা, টাইফয়েড, ডায়রিয়া থেকে শুরু করে কিডনির জটিলতা পর্যন্ত—অবিশুদ্ধ পানি আজ ভয়ঙ্কর বিপদের কারণ।

পানি মানুষের জীবনের অন্যতম প্রধান উপাদান। প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে শুরু করে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যক্রমে পানির গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো, আমাদের দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষ এখনো বিশুদ্ধ পানি পায় না। বিশেষ করে গ্রামীণ ও শহুরে বস্তি এলাকাগুলোতে দূষিত পানির ব্যবহার এক মারাত্মক জনস্বাস্থ্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) এক গবেষণায় দেখা গেছে, বিশ্বের প্রতি চার জনের মধ্যে একজন নিরাপদ পানির বাইরে থেকে পানি পান করতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশে এখনো লাখ লাখ মানুষ আর্সেনিক বা ব্যাকটেরিয়া আক্রান্ত পানি ব্যবহার করছে। এর ফলে প্রতি বছর হাজারো মানুষ ডায়রিয়া, হেপাটাইটিস, টাইফয়েড, পেটের অসুখ, কিডনি রোগ এবং অপুষ্টিজনিত সমস্যায় ভোগে।

LENS ASIA

অবিশুদ্ধ পানির দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব আরও ভয়াবহ। শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়, গর্ভবতী নারীরা ঝুঁকিতে পড়ে, এমনকি পানির সঙ্গে মিশে থাকা ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ক্যানসারের মতো রোগেরও জন্ম দিতে পারে।

শুধু ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য নয়, দূষিত পানির কারণে অর্থনীতি ও সামাজিক জীবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ কর্মক্ষমতা হারায়, চিকিৎসার পেছনে ব্যয় বাড়ে, জাতীয় উৎপাদনশীলতা কমে যায়।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সবচেয়ে জরুরি হলো বিশুদ্ধ পানির নিশ্চয়তা। সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ মানুষকে একসাথে এগিয়ে আসতে হবে। গভীর নলকূপ, নিরাপদ ফিল্টার প্রযুক্তি, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও পানির উৎস দূষণমুক্ত রাখার উদ্যোগ নিতে হবে। একইসঙ্গে মানুষকে সচেতন হতে হবে—পানি ফুটিয়ে খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং প্লাস্টিক ও রাসায়নিক বর্জ্য যেন পানির উৎসে না মিশে তা নিশ্চিত করতে হবে।

পানি জীবন, তাই পানির বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করাই এখন সময়ের দাবি। বিশুদ্ধ পানির অভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দেয়া যাবে না।